সংবাদ

03 JUN 2007

ভেঙে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি কবে চালু হবে জানে না কেউ

বিক্রি করে দেয়া হয়েছে আসবাবপত্র, ৬ মাস ধরে হাজিরা খাতায়

সই ছাড়া কোন কাজ নেই ২ লাইব্রেরিয়ানসহ ৬ কর্মচারীর

আতাউর রহমান

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। ফলে গত ৬ মাস ধরে ২ লাইব্রেরিয়ানসহ ৬ কর্মচারী শুধু হাজিরা খাতায় সই করে বেতন-ভাতা নিলেও লাইব্রেরি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। বন্ধ হওয়া লাইব্রেরির কার্যক্রম কবে শুরু হবে তাও জানে না লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। সে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লাইব্রেরির সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমানে ভেঙে ফেলা লাইব্রেরির ওই জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। লাইব্রেরির বইসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ ভবনের দোতলায় এবং বিজ্ঞান ভবনের একটি কক্ষে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, এ সময় লাইব্রেরিতে ব্যবহৃত প্রায় ২২টি সিলিং ফ্যান এবং কয়েক লাখ টাকার চেয়ার-টেবিল, বুক সেলফসহ প্রচুর আসবাবপত্র বিক্রি করে দেয়া হয়। ওই সময় অনেক মূল্যবান বই খোয়া যায় বলে জানা গেছে। অবকাশ ভবনে স্থানান্তরিত লাইব্রেরি কক্ষে প্রধান লাইব্রেরিয়ান এবং বিজ্ঞান ভবনের কক্ষে সহকারী লাইব্রেরিয়ান বসলেও বেশির ভাগ সময় তাদের পাওয়া যায় না বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। আর লাইব্রেরির কর্মচারীরা হাজিরা খাতায় শুধু সই করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী লাইব্রেরি কার্যক্রমের কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, বর্তমানে যে দুটি কক্ষে বই রাখা হয়েছে সেখানে বসে, বই পড়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের বাসায় নেয়ার জন্যও কোন বই দেয়া হয় না। যে কারণে তাদের বিভিন্ন ক্লাসনোট তৈরি এবং শিক্ষকদের দেয়া বিভিন্ন এসাইনমেন্ট প্রস্তুত করতে সমস্যা হচ্ছে।

প্রধান লাইব্রেরিয়ান মো. আজাহারুল ইসলাম 'সংবাদ'কে জানান, 'জায়গার অভাবে লাইব্রেরির কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। ঠিক কবে নাগাদ লাইব্রেরি কার্যক্রম চালু করা যাবে তাও তিনি জানেন না।' তবে কমপক্ষে আগামী দুই বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এজন্য আমরা প্রতিটি বিভাগের সেমিনার কক্ষে ক্ষুদ্র আকারে লাইব্রেরি কার্যক্রম চালু করেছি। বিভিন্ন সেমিনারে চাহিদামতো নতুন বই কিনে দেয়া হচ্ছে।'

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ সরজমিন ঘুরে প্রধান লাইব্রেরিয়ানের কথার তেমন সত্যতা পাওয়া যায়নি। দেখা গেছে, অনেক বিভাগে সেমিনার রুম পর্যন্ত নেই। কয়েকটি বিভাগে সেমিনার রুম থাকলেও কোন বই নেই। অনেক বিভাগে নামে মাত্র সেমিনার রুম থাকলেও সব সময় থাকে তালাবদ্ধ। এ বিভাগগুলোর মধ্যে অর্থনীতি, ইংরেজি, পরিসংখ্যান, পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাসসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর সেমিনার রুমে কোন বই নেই। বিবিএ প্রোগ্রাম চালু হলেও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী কোন বই নেই। এসব বিভাগে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন জার্নাল কিংবা কোন পত্রপত্রিকাও রাখা হয় না। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা মতো বসার জায়গাও নেই এসব সেমিনার কক্ষে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্মসহ বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিভাগের সেমিনার রুমে বই থাকলেও তা শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকদের কাজেই বেশি ব্যবহার হয়। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, তারা লাইব্রেরি সুবিধা না পাওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক রেফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তাদের ক্লাসনোট তৈরিসহ বিভিন্ন এসাইনমেন্ট তৈরিতে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া তাদের ক্লাস থেকে যে বইয়ের তালিকা দেয়া হয় তা বাজারে যেমন দাম বেশি তেমনি বইগুলো দুর্লভ। অর্থনীতি বিভাগের ২য় সেমিস্টারের ছাত্র তৌহিদুর রহমান বলেন, আমাদের অর্থনীতি বিষয়ে বিভিন্ন বইয়ের রেফারেন্স প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরি না থাকায় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মনির হোসেন বলেন, সাহিত্য বিষয়ে শুধু কয়েকটি বইয়ের ওপর নির্ভর করলে চলে না। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরি কার্যক্রম না থাকায় কয়েকটি বইয়ের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েক ছাত্র জানান, আমাদের সেমিনারে কয়েকটি বই থাকলেও তা সময় উপযোগী নয়। তাছাড়া এই বইগুলো সহজেই আমরা পাচ্ছি না।

লাইব্রেরি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা হচ্ছে এ কথা স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। লাইব্রেরি কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান 'সংবাদ'কে জানান, 'জায়গার অভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এ বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলেই সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরির কার্যক্রম শুরু হবে।'

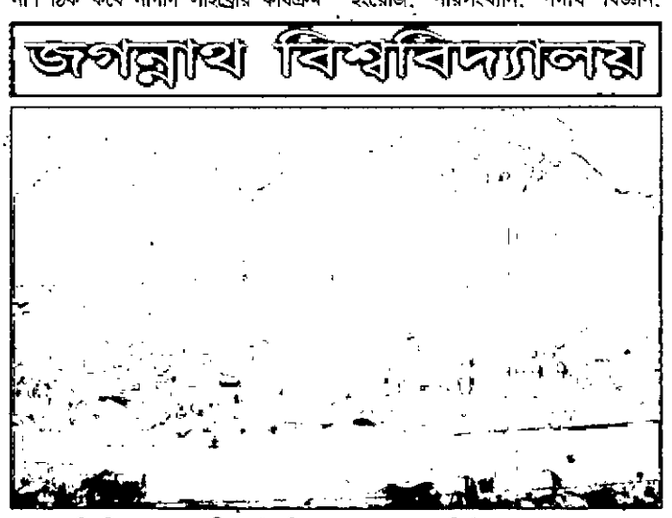

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে -সংবাদ